সমকাল

তারিখ ... 20 SEP 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্কুলছাত্রী নিতু হত্যা

ঘাতক মিলনের স্বীকারোক্তি

■ শরীয়তপুর প্রতিনিধি

পড়ার টেবিলে থরে থরে সাজানো রয়েছে বই। পাশের আলমারিতে সাজানো-গোছানো তার পোশাক। পরিপাটি কক্ষটিতে সবকিছু ঠিক থাকলেও নেই এর মালিক। বখাটের ছুরিকাঘাতে নিহত মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের স্কুলছাত্রী নিতু মণ্ডল থাকত ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৬

ঘাতক মিলনের স্বীকারোক্তি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ছোট্ট এ কক্ষে। প্রাণোচ্ছল নিতু হাসি-আড্ডায় যে বাড়িটি সারাদিন মাতিয়ে

আদালতে মিলন মণ্ডল

রাখত, গতকাল সোমবার সেই বাড়ি ভারি ছিল আর্তনাদ ও আহাজারিতে। ময়নাতদন্ত শেষে দুপুরে নিতুর লাশ পৌঁছানোর পর সেখানে সৃষ্টি হয় হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি।

এদিকে নিতুর খুনির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবিতে গতকাল মানববন্ধন করেছেন কালকিনির নবগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। নবগ্রামের সর্বসাধারণ এতে অংশ নেন। আদালতে নিতু হত্যার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে ঘাতক মিলন মণ্ডল। হত্যায় ব্যবহৃত ছুরিও উদ্ধার করে পুলিশ।

সকালে নিতুদের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পরিবারের সবাই বিলাপ করছেন। মাদারীপুরের জেলা প্রশাসক কামালউদ্দিন বিশ্বাস, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন, কালকিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাম্মী আক্তারসহ প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন নিতুর পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এ সময় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় ২০ হাজার টাকা।

গত রোববার সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে প্রতিবেশী কলেজছাত্র মিলন মণ্ডল ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে কালকিনির নবগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী নিতুকে হত্যা করে। এলাকাবাসী তাকে ধাওয়া করে আটকের পর পুলিশে দেয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কথিত প্রেমের সম্পর্কের জেরে নবগ্রাম ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নির্মল মণ্ডলের মেয়ে নিতুকে কুপিয়ে হত্যা করে বীরেন মণ্ডলের ছেলে মিলন। কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের বিবিএ (অনার্স) মার্কেটিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সে।

এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডাসার থানার উপপরিদর্শক মো. বায়েজিদ মৃধা জানান, মিলনকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়। সে বিচারকের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। আদালত তাকে জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নিতু হত্যার কথা স্বীকার করেছে মিলন। তার দেওয়া তথ্যানুযায়ী নিতুর বাড়ির পাশের একটি বাগান থেকে হত্যায় ব্যবহৃত ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে।